রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, মার্চ ১১, ২০১৭

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ ফাল্গুন, ১৪২৩/১১ মার্চ, ২০১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ ফাল্গুন, ১৪২৩ মোতাবেক ১১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৭ সনের ০৮ নং আইন

Bangladesh Unnayan Gobeshona Protishthan Act, 1974 রহিতক্রমে পরিমার্জনপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু উন্নয়ন অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা পরিচালনা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিবার লক্ষ্যে Bangladesh Unnayan Gobeshona Protishthan Act, 1974 (Act No. XXIX of 1974) রহিতক্রমে পরিমার্জনপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "কমিটি" অর্থ এই আইনের ধারা ১২ এর অধীন গঠিত কোন কমিটি;

(২) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৩) "প্রতিষ্ঠান" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান;

(৪) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৫) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৬) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(৭) "মহাপরিচালক" অর্থ ধারা ৯ এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক;

(৮) "তহবিল" অর্থ ধারা ২০ এ উল্লিখিত তহবিল;

(৯) "সচিব" অর্থ ধারা ১০ এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের সচিব;

(১০) "সভাপতি" অর্থ সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি; এবং

(১১) "সিনিয়র ফেলো" অর্থ ধারা ১৯ এ উল্লিখিত সিনিয়র ফেলো।

৩। **প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা**।—(১) Bangladesh Unnayan Gobeshona Protishthan Act, 1974 (Act No. XXIX of 1974) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) প্রতিষ্ঠান একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়**।—প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং প্রতিষ্ঠান, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও প্রশাসন**।—প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং প্রতিষ্ঠান যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৬। **প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও কার্যাবলী**।—প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) উন্নয়ন অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ইহার অগ্রগতি সাধনের জন্য অনুশীলন, গবেষণা ও এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তারের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসাবে কার্যনির্বাহ করা;

(খ) পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান পরিচালনা এবং গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা করা;

(গ) অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা;

(ঘ) অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে আধুনিক গবেষণা কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান করা;

(ঙ) অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কিত জরিপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রদর্শনী পরিচালনা, সভা অনুষ্ঠান এবং বক্তৃতা, সেমিনার, আলোচনা অধিবেশন আয়োজন করা, যাহা পরবর্তীতে সমীক্ষা হিসাবে নির্দেশিত হইবে;

(চ) সমীক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক, সাময়িকী, প্রতিবেদন এবং গবেষণা ও কার্যপত্র প্রকাশ করা;

(ছ) স্ব-উদ্যোগে কিংবা সরকারি বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা উহাদের সহিত যৌথভাবে সমীক্ষার মাঠ-কর্মসহ অনুসন্ধান কার্যক্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করা;

(জ) পরস্পর সহযোগিতামূলক গবেষণা, সেমিনার আয়োজন ও সফর বা অন্য কোন কার্যক্রমের মাধ্যমে বা কার্যক্রমের জন্য বিদেশী পণ্ডিত, গবেষকগণকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে আনয়ন বা প্রেরণ করা বা তাহাদের গবেষণা কর্মের সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং বজায় রাখা;

(ঝ) গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ এবং কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইন্টারনেট সার্ভার, প্রজেক্টর, ফটোকপিয়ার, স্ক্যানারসহ বিভিন্ন গবেষণা ও দাপ্তরিক উপকরণ এবং অন্যান্য উৎপাদনক্ষম যন্ত্রপাতি যথাযথ কার্যক্ষম রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঞ) গবেষণায় পেশাদার কর্মীদের জন্য জাতীয় গবেষণা, ফেলোশীপসহ বিভিন্ন শ্রেণীর রিসার্চ এ্যাসোসিয়েটশিপ, ফেলোশিপ প্রবর্তন করা;

(ট) গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দক্ষ ও যথাযথ পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন অধিশাখা, বিভাগ, শাখা, কেন্দ্র ও অন্যান্য ইউনিট সৃষ্টি করা;

(ঠ) প্রদেয় সেবার বিনিময়ে এনডাওমেন্ট, উপহার, দান, মঞ্জুরি, পারিশ্রমিক, ইত্যাদি গ্রহণ করা; এবং

(ড) প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক সকল বা যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৭। **বোর্ড**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অথবা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন সদস্য;

(গ) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক;

(ঘ) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ;

(ঙ) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(চ) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(ছ) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), পরিকল্পনা কমিশন;

(জ) মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ঝ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড;

(ঞ) সিনিয়র ফেলোবৃন্দের মধ্য হইতে বোর্ড কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন সিনিয়র ফেলো;

(ট) নীতি সমন্বয় কমিটির সুপারিশক্রমে প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ ৩(তিন) জন রিসার্চ স্টাফ সদস্য; এবং

(ঠ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন সদস্য।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঞ) ও (ট) তে বর্ণিত সদস্য ৩ (তিন) বৎসরের জন্য মনোনীত হইবে।

৮। **বোর্ডের সভা, ইত্যাদি**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভার আলোচ্যসূচী, তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে মহাপরিচালক সকল সভা আহ্বান করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং যদি কোন কারণে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় অথবা চেয়ারম্যান বোর্ড সভায় উপস্থিত থাকিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারীর দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৫) অন্যূন ৫(পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) প্রতি ৬(ছয়) মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৭) সদস্য পদে কোন শূন্যতা অথবা বোর্ড গঠনে কোন ত্রুটির কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না অথবা তদ্‌সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **মহাপরিচালক**।—(১) প্রতিষ্ঠানের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন, যিনি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন: তবে তিনি অতিরিক্ত আরো ১(এক) মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন।

(২) মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হইবে এবং তিনি—

(ক) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবেন; এবং

(খ) বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহাপরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে উক্ত শূন্য পদে নব নিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, বোর্ড, মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে তদ্‌বিবেচনায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১০। **সচিব**।—(১) প্রতিষ্ঠানের একজন সচিব থাকিবে যিনি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

(২) সচিব তাহার কর্মকাণ্ডের জন্য মহাপরিচালক এর নিকট দায়ী থাকিবেন এবং মহাপরিচালক ও কমিটিসমূহকে তাহাদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবেন।

(৩) সচিব বোর্ড বা মহাপরিচালক কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্বও পালন করিবেন।

১১। **প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**।—প্রতিষ্ঠান, ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। **কমিটি**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহ গঠন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) নীতি সমন্বয় কমিটি;

(খ) প্রশাসন বিষয়ক কমিটি;

(গ) অর্থ বিষয়ক কমিটি; এবং

(ঘ) আনুষঙ্গিক অন্যান্য কমিটি।

১৩। **নীতি সমন্বয় কমিটি**।—(১) নীতি সমন্বয় কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রতিষ্ঠানের সকল গবেষণা পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(গ) প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগের প্রধান, পদাধিকারবলে;

(ঘ) প্রশাসন বিষয়ক কমিটির সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(ঙ) অর্থ বিষয়ক কমিটির সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(চ) সচিব, পদাধিকারবলে;

(ছ) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠানের ২(দুই) জন রিসার্চ ফেলো যাহাদের মধ্যে ১ (এক) জন উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ) এ বর্ণিত সদস্যগণের মেয়াদ হইবে মনোনয়নের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর, তবে পুনরায় নূতন সদস্য মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা উক্ত সদস্যপদে বহাল থাকিবেন।

(৩) নীতি সমন্বয় কমিটি—

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে, যথা:—

(১) গবেষণার জন্য তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দকরণ;

(২) শিক্ষাবৃত্তি ও ফেলোশীপ প্রদান;

(৩) সেমিনার, কর্মশালা এবং অন্যান্য পেশাগত কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারীদিগকে মনোনয়নদান;

(৪) প্রকল্পসমূহের নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন; এবং

(৫) প্রশাসন বিষয়ক কমিটি এবং অর্থ বিষয়ক কমিটির সদস্যগণের মনোনয়নদান।

(খ) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত, অনুরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৪) নীতি সমন্বয় কমিটি ইহার কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তাদানের জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৪। **প্রশাসন বিষয়ক কমিটি**।—(১) প্রশাসন বিষয়ক কমিটি নিম্নরূপ সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ ফেলো পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ ০২ (দুই) জন রিসার্চ স্টাফ সদস্য, যাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রিসার্চ স্টাফ ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সচিব, পদাধিকারবলে; এবং

(গ) প্রতিষ্ঠানের শাখা প্রধানগণ, পদাধিকারবলে।

(২) পদাধিকারবলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য ব্যতীত, অন্য যে কোন সদস্যের মেয়াদকাল হইবে ০১ (এক) বৎসর, তবে তাহাদের উত্তরসূরি স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকিবেন।

(৩) প্রশাসন বিষয়ক কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ করিবে, যথা:—

(ক) আবাসন, পরিবহন এবং সাধারণ প্রশাসন;

(খ) শাখা প্রধানবৃন্দ ব্যতীত প্রতিষ্ঠানে অগবেষক স্টাফ এর চাকরি সংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং

(গ) বোর্ড অথবা মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত যে কোন বিষয়াদি।

১৫। **অর্থ বিষয়ক কমিটি**।—(১) অর্থ বিষয়ক কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ ফেলো পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ ০৩ (তিন) জন রিসার্চ স্টাফ সদস্য, যাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রিসার্চ স্টাফ ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সচিব, পদাধিকারবলে; এবং

(গ) প্রতিষ্ঠানের হিসাব শাখার প্রধান, পদাধিকারবলে।

(২) পদাধিকারবলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য ব্যতীত, অন্য যে কোন সদস্যের মেয়াদকাল হইবে ০১ (এক) বৎসর, তবে তাহাদের উত্তরসূরি স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকিবেন।

(৩) অর্থ বিষয়ক কমিটি—

(ক) প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয় তদারকি করিবে;

(খ) মহাপরিচালককে হিসাবরক্ষণ, সম্পত্তি দেখাশোনা, তহবিল সংক্রান্ত বিষয়, বাজেট তৈরি এবং বিল পরিশোধ সম্পর্কিত সমুদয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবে; এবং

(গ) বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়াদি সম্পাদন করিবে।

১৬। **আনুষঙ্গিক অন্যান্য কমিটি।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিষ্ঠান, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, সদস্য সংখ্যা, দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক, আনুষঙ্গিক অন্যান্য কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৭। **কমিটির সভা।**—(১) কমিটির সভা সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সভাপতিসহ এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কমিটির সভার কোরাম হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) কমিটির সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৪) সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক মনোনীত সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনীত সদস্য অনুপস্থিত থাকিলে উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচিত সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১৮। **কমিটিসমূহের মধ্যে মতভেদ, ইত্যাদি।**—কোন বিষয়ে কমিটিসমূহের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে অথবা কোন কমিটি এবং মহাপরিচালকের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি বোর্ডে প্রেরণ করিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১৯। **সিনিয়র ফেলো।**—(১) প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১২ (বারো) জন সিনিয়র ফেলো থাকিবে।

(২) উচ্চ পেশাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা উন্নয়ন অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এবং কোন প্রকার সম্মানী ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করিতে আগ্রহী, এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিনিয়র ফেলো নিযুক্ত হইবে।

(৩) সিনিয়র ফেলো ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবে এবং পুনঃনিয়োগের জন্য যোগ্য হইবে।

(৪) সিনিয়র ফেলোগণ গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা ও অন্যান্য পেশাগত কর্মসূচি প্রণয়ন ও সম্পাদন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান ও সহায়তা করিবে।

(৫) কোন সিনিয়র ফেলো পর পর ০৩ (তিন) বা ততোধিকবার সিনিয়র ফেলোদের সভায় উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে তিনি সিনিয়র ফেলো হিসেবে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং প্রতিষ্ঠান উহার আদেশ দ্বারা উক্ত পদত্যাগের বিষয়টি কার্যকর করিবে।

২০। **তহবিল**।—(১) প্রতিষ্ঠানের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার প্রদত্ত মঞ্জুরি;

(খ) প্রকাশনাসমূহের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও রয়ালটিস;

(গ) গবেষণাকার্য হইতে অর্জিত আয়;

(ঘ) বৈদেশিক সরকার ও ফাউন্ডেশনসহ অর্থ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের অনুদান; এবং

(ঙ) অন্যান্য বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের সকল অর্থ প্রতিষ্ঠানের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্তরূপ অর্থ হইতে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি পরিশোধসহ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

ব্যাখ্যা।—"তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank।

(৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালিত হইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের পর প্রতিষ্ঠানের তহবিলে কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে সরকারের নির্দেশ অনুসারে উহার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ সরকারের কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

২১। **বাজেট**।—প্রতিষ্ঠান প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

২২। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) প্রতিষ্ঠান উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং প্রতিষ্ঠানের যে কোন সদস্য, কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২৩। **প্রতিবেদন, ইত্যাদি**।—(১) প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান তদ্‌কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে উহার কার্যাবলী বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোন তথ্য, রিটার্ন, বিররণী, প্রাক্কলন, পরিসংখ্যান অথবা অন্য কোন তথ্য চাহিতে পারিবে এবং প্রতিষ্ঠান উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সংগে সংগে The Bangladesh Unnayan Gobeshona Protishthan Act, 1974 (Act No. XXIX of 1974), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত Act এর অধীন—

(ক) Bangladesh Unnayan Gobeshona Protishthan এর তহবিল, সম্পদ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, দায়-দেনা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠানের তহবিল, সম্পদ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ও দায়-দেনা হিসাবে গণ্য হইবে।

(খ) গৃহীত কোন কার্য বা ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে বা চলমান থাকিবে যেন উক্ত Act রহিত হয় নাই; এবং

(গ) নিযুক্ত কর্মচারীগণ এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে শর্তাধীনে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

(ঘ) প্রণীত বিধি এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

২৭। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd